**মীনাক্ষী সাক্সেনা ও অন্য**

**বনাম**

**একটি ই. সি. জি. সি লিমিটেড (ভারত লিমিটেডের রপ্তানি ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন হিসাবে পূর্বে পরিচিত) এবং অন্য**

**(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৬৮১)**

**১৮ই মে ২০১৮**

**[এন. ভি. রমনা এবং এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতি]**

গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬:

ধারা, ২৫ এবং ২৭-ডিক্রি কার্যকর করা-সম্মত হিসাবে বীমার পরিমাণ পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ বীমাকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রি কার্যকর করা-কার্যকর করার আবেদন-পিটিশনটি বিচারাধীন থাকাকালীন, বীমাকারী (রায় ঋণগ্রহীতা) নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করে-বীমাকৃত (ডিক্রি ধারক) এই ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের বিরোধিতা করেছিলেন যে প্রদেয় বিদেশী মুদ্রার মূল্য অর্থ প্রদানের তারিখে প্রযোজ্য রূপান্তর হারের ভিত্তিতে গণনা করা উচিত ছিল-জেলা ফোরাম এবং রাজ্য কমিশন বলেছিল যে বিদেশী মুদ্রা রূপান্তর হার অর্থ প্রদানের তারিখ হিসাবে গণনা করতে হবে-তবে, জাতীয় গ্রাহক কমিশন বলেছিল যে রূপান্তর হার বিষয় চালানের তারিখ হিসাবে হতে হবে-আপিলের ক্ষেত্রেঃ ডিক্রিটির ব্যাখ্যা এমনভাবে যা একটি নতুন ডিক্রি প্রতিস্থাপনের সমান হতে পারে তা আইনের অধীনে গণনা করা হয় না-আদালতকে মুদ্রা রূপান্তরের প্রাসঙ্গিক তারিখ নির্ধারণ করতে হবে, শর্তাবলী এবং শর্তাবলী অনুসারে-যেহেতু ইতিমধ্যে বীমা ফোরাম দ্বারা জারি করা চুক্তি অনুসারে একটি নতুন চুক্তি/চালানের চুক্তির শর্তাবলীর সাথে বীমাকৃত করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যে একটি নতুন চুক্তির শর্তাবলীর সাথে অনুমোদিত নয়। ধারা. ২৫ এবং ২৭-কার্যকরকরণ কার্যধারা-কার্যকরকরণ আদালতের ক্ষমতা-এর সুযোগ-

আদেশঃ  একটি ডিক্রি কার্যকর করার সময় আদালত কার্যকর করা ডিক্রি অতিক্রম করতে পারে না এবং তার মুখ মূল্যের উপর রায় নিতে হয়-যখন ডিক্রি অস্পষ্ট হয়, তখন এটি

ডিক্রিটি ব্যাখ্যা করার জন্য কার্যকর আদালতের কর্তব্য-তবে, আদালতকে তার ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসাবে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যে এটি একটি নতুন ডিক্রি আঁকতে পারে না।

আপিল খারিজ করে দিয়ে আদালতের সিদ্ধান্তঃ

১. নির্বাহ  কার্যকর করার পুরো উদ্দেশ্য হল আদালতের রায় কার্যকর করা। ডিক্রি কার্যকর করার সময় আদালতকে কার্যকর করা কেবল তার অংশের কার্যকরকরণের সাথে সম্পর্কিত তবে অন্য কিছু নয়। আদালতকে তার মুখের মূল্যে রায় নিতে হবে। কার্যকর আদালত ডিক্রি অতিক্রম করতে পারে না। তবে অসুবিধা দেখা দেয় যখন ডিক্রিটিতে বস্তুগত দিকগুলি সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকে। তারপরে ডিক্রিটিকে সত্যিকারের প্রভাব দেওয়ার প্রক্রিয়াতে ডিক্রিটি ব্যাখ্যা করা আদালতের বাধ্যবাধকতা হয়ে ওঠে।

সেই মুহূর্তে, কার্যকরকারী আদালতকে তার ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসাবে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে এটি একটি নতুন ডিক্রি আঁকতে পারে না। কার্যকরকারী আদালত ডিক্রি কার্যকর করার প্রক্রিয়াতে এই এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখবে। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৪২৯-সি-ই]

২. নিঃসন্দেহে, নির্বাহ  কার্যকরের প্রক্রিয়া চলাকালীন  এর ৯০ শতাংশ মূল্য হিসাবে ৪,৮৬,৯৫৩ টাকা, ৮৭৫.৭৫ ইউরো হিসাবে ২৪.৪.২০০২ এবং তার উপর কে-এর সুদ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ৬,৩৩,৬৫৩ উত্তরদাতার দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। রাজ্য কমিশন এবং জেলা কমিশন উভয়ই এই আদেশের অর্থ ব্যাখ্যা করে যে, ইউরো রূপান্তর হার অর্থ প্রদানের তারিখ হিসাবে গণনা করতে হবে এবং তাই উত্তরদাতা সংস্থাকে অবশিষ্ট পরিমাণ প্রদান করতে হবে।

তবে এন. সি. ডি. আর. সি চুক্তির ১৭ নং ধারাটি ব্যাখ্যা করার সময় একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে রূপান্তর হারটি বিষয় চালানের তারিখের মতো হতে হবে যার জন্য চালান জারি করা হয়েছিল এবং যেহেতু একই গণনা সহ পুরো পরিমাণ উত্তরদাতা দ্বারা প্রদান করা হয়, এন. সি. ডি. আর. সি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে।

৩. মুদ্রা রূপান্তরের প্রাসঙ্গিক তারিখ নির্ধারণের জন্য আদালত কর্তৃক গৃহীত প্রথম পদ্ধতি হল চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে একই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং যদি এই ধরনের ধারা চুক্তিতে উপলব্ধ না থাকে তবে আদালতকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান তথ্যে,

চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে অর্থাৎ ধারা ১৭ যা সুদের হার নিয়ে কাজ করে। ধারাটি স্পষ্টভাবে বলে যে, সংশ্লিষ্ট চালানের তারিখে মুম্বাইয়ে ব্যাঙ্কের বিনিময় মূল্যে মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তরিত করা উচিত। জেলা ফোরাম যদিও চুক্তির ধারা ১৭ সম্পর্কে উল্লেখ করেনি কিন্তু একই ধারা বিবেচনা করে সেই দিন থেকে সুদ দিয়েছে। জেলা ফোরাম এবং রাজ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী এবং একটি নতুন ডিক্রি আঁকার সমতুল্য যা অনুমোদিত নয়।

এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা গৃহীত আদেশটি কঠোরভাবে নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থান অনুসারে এবং আদেশের সাথে কোনও দুর্বলতা নেই। [অনুচ্ছেদ ২৭ এবং '২৮] [৪৩৪-ই-এইচ; ৪৩৫-বি]

৪. ডিক্রিটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যা একটি নতুন ডিক্রি প্রতিস্থাপনের সমান হতে পারে আইনের অধীনে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, এটি স্পষ্ট যে বীমা চুক্তি অনুসারে, বিমাকারী বীমাকারীকে ভারতীয় টাকায় চালান করা বিদেশী মুদ্রার রূপান্তর হার অনুসারে বীমা দাবিটি প্রদান করতে হবে।

চালান মূল্য প্রেরণের সময় প্রযোজ্য রূপান্তর হার এবং ভোক্তা ফোরাম কর্তৃক প্রদত্ত সুদের ভিত্তিতে উপরোক্ত অর্থ প্রদান গণনা করা হয়েছিল। একই পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতা অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত পরিমাণ প্রদান করে ফোরামের আদেশ মেনে চলেছেন। [অনুচ্ছেদ ২৯। [[৪৩৫-সি-ই] পি ফোরাসোলভ। ওএনজিসি, (১৯৮৪) পরিপূরক। এসসিসি ২৬৩: [১৯৮৪] এসসিআর ৫২৬-এর উপর নির্ভরশীল।

কেস আইন রেফারেন্স [১৯৮৪] এস. সি. আর ৫২৬ অনুচ্ছেদ ২২-এর উপর নির্ভর করেছিল-সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ সিভিল আপিল নং. ২০১৮ এর ৫৬৮১।

২০১৫ সালের ৬১৪ নং সংশোধনীর পিটিশনে নতুন দিল্লির জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের ২০.১০.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

হিমাংশু গুপ্ত, অনিল কুমার তান্ডালে, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে ভারত সাঙ্গাল, শ্রীমতী ববিতা কুশওয়াহা, শ্রীমতী বিদুষী গর্গ, শ্রীমতী অনিন্দিতা ডেকা, শ্রীমতী ঈশা গুপ্তা, রাজেশ কুমার-১, গৌরব কুমার সিং, অনন্ত গৌতম, আকাশ সেহরাওয়াত, ভি গোবিন্দ রামানন, সৌমু পালিত, আইনজীবীরা।

এন. ভি. রমনা, বিচারপতি দ্বারা আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল।

অনুমতি মঞ্জুর।

এই মামলাটি জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক গৃহীত ২০১৫ সালের ৬১৪ নং সংশোধনীর পিটিশনে (সংক্ষেপে 'এন. সি. ডি. আর. সি' হিসাবে উল্লিখিত) বিতর্কিত আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে এন. সি. ডি. আর. সি সংশোধনের অনুমতি দিয়েছে এবং জেলা ফোরামের আদেশটি বাতিল করেছে যা রাজ্য কমিশন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় মামলার তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হল যে, আপিলকারী চুক্তির ১৩ নং ধারা থেকে পণ্য রফতানির সাথে জড়িত ঝুঁকির কারণে যে কোনও ক্ষতির বিরুদ্ধে উত্তরদাতা নম্বর এস. সি. আর. ও. কিউ. একটি বীমা পলিসি কিনেছিলেন, উত্তরদাতা উপার্জিত ক্ষতির ৯০ শতাংশ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিলেন- ধারা ১৩ প্রদেয় ক্ষতির শতাংশঃ কর্পোরেশনের ক্ষতির পরিমাণের অংশ যা কর্পোরেশন এতদ্বারা পরিশোধ করতে সম্মত হয় তা হবে ৯০ শতাংশ।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পক্ষগুলি স্পষ্টভাবে পি পদ্ধতিতে মুদ্রা বিনিময়ের হার সম্পর্কিত একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করেছে-ধারা _ ১৭-বিনিময় হারঃ এই নীতির অধীনে সমস্ত অর্থ প্রদান কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে ভারতীয় টাকায় হবে এবং প্রিমিয়াম ও লোকসান পরিশোধের উদ্দেশ্যে, বিদেশী মুদ্রায় চালান করা চালানের মোট চালান মূল্য আপেক্ষিক চালানের তারিখে মুম্বাইয়ে ব্যাংক কেনার হারে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত হবে, যা দাবি করার আগে ক্রেতাকে যে মুদ্রায় মূল্য দিতে হবে তার অবমূল্যায়ন, ভারতীয় মুদ্রায় দাবি করা পরিমাণ অবমূল্যায়িত হারের উপর ভিত্তি করে হবে।

তথ্যের বিবরণে ফিরে আসা যাক, আপিলকারী মেসার্স পারভীনা এন্টারপ্রাইজ (এন. এফ) ফ্রান্সের কাছে বিল নম্বর।, তারিখ ইউরোর জন্য বিল নম্বর। পি. ও. এন. এল. ডি. ই. এল ২৭০০৮৯৬৬ তারিখ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

৬। এর দ্বারা দুঃখিত হয়ে, আপিলকারী উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে জেলা ফোরামে একটি অভিযোগ দায়ের করেন, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে পরিষেবাতে ঘাটতির অভিযোগ করেন।

৭। জেলা ফোরাম ১২.১০.২০০৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অভিযোগটির অনুমতি দেয় এবং এখানে (বীমাকারী) উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা বর্তমান অভিযোগটি গ্রহণ করি এবং এই আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা ব্যয় হিসাবে টাকা ৩৩০০/- সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ২৪.৭.২০০২ থেকে বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ সহ ১১৮৭৫.৭৫ ইউরোর (আবেদনকারীর দ্বারা লেডিং নম্বর POLLDEL ২৭০০৮৯৬৬ তারিখ TM ২৪.০৪.২০০২ দ্বারা রপ্তানি করা পণ্য) মূল্যের ৯০ শতাংশ পরিশোধ করার জন্য অপারেশনগুলিকে নির্দেশ দিই।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৮. এমনকি রাজ্য কমিশনের কাছে আপিল এবং এন. সি. ডি. আর. সি-র কাছে আরও সংশোধন খারিজ হয়ে যায়, তাই, উত্তরদাতা/বীমা সংস্থার দায়বদ্ধতার বিষয়ে জেলা ফোরাম কর্তৃক গৃহীত আদেশ চূড়ান্ত হয়েছে।

৯। এল. ডি. জেলা ফোরাম দ্বারা গৃহীত ১২.১০.২০০৬ তারিখের আদেশ সত্ত্বেও, যখন উত্তরদাতা নং। আবেদনকারী-অভিযোগকারীকে তাতে নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তখন আবেদনকারী জেলা ফোরাম, পানিপথের সামনে ২০১৩ সালের ৩৪ নং নির্বাহ পিটিশনকে অগ্রাধিকার দেন। মৃত্যুদণ্ডের আবেদনের মুলতুবি থাকার সময়, উত্তরদাতা ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করেন।

-আবেদনকারী/ডিক্রিধারীদের জন্য ১১ শতাংশ রূপান্তর হার, ইউরোর উপর গণনা করা সুদ এবং তার উপর গণনা করা সুদের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। আবেদনকারী/ডিক্রিধারীরা উক্ত অর্থপ্রদান গ্রহণ করার সময় দ্বিমত পোষণ করেন যে, অর্থপ্রদান ডিক্রিটি সন্তুষ্ট করেছেঃ

মূলত এই আবেদনের ভিত্তিতে যে প্রদেয় ইউরোর মূল্য অর্থ প্রদানের তারিখে প্রযোজ্য রূপান্তর হারের উপর গণনা করা উচিত ছিল।

১০. জেলা ফোরাম এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ এক্সিকিউশন পিটিশনের অনুমতি দিয়েছেঃ

'উভয় পক্ষের পরামর্শ শোনার পর এবং এই ফোরামের আদেশ পর্যালোচনার পর এটা খুব স্পষ্ট যে এই ফোরাম ১১,৮৭৫.৭৫ ইউরোর মূল্যের ৯০ শতাংশ দেওয়ার আদেশ দিয়েছে। এইভাবে, ও. পি.-কে ভারতীয় মুদ্রায় যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে যা ইউরোর মূল্য হবে। বিশেষ করে, যখন আদালত ইউরোর মূল্য হিসাবে অর্থ প্রদানের আদেশ দেয় তখন ও. পি. ১-গুলি যখন অর্থ প্রদান করে তখন ইউরোর মূল্য প্রদান করতে বাধ্য হয়। এই ফোরামের আদেশ ২০০৬ সালে পাস করা হয়েছিল কিন্তু ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইসিজিসি আদেশ মেনে অভিযোগকারীকে অর্থ প্রদান করেনি।

এখন এই পর্যায়ে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, কার্যকরকারী আদালত কার্যকর করা ডিক্রিটির পিছনে যেতে পারে না। এই ফোরামের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ইসিজিসি-কে অর্থ প্রদানের সময় ইউরোর মূল্য দিতে হবে। এই ফোরামের আদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থ প্রদানের সময় যে মূল্যই থাকুক না কেন, সেই মূল্যে অর্থ প্রদান করতে হবে। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, অবশ্যই ইসিজিসি এই ফোরামের আদেশ অনুসারে সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করেনি। তাই ইসিজিসি-কে আরও অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১১। নির্বাহক আদালতের উপরোক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তরদাতা/বীমা সংস্থা ২০১৪ সালের ৬৬ নং সংশোধনীর পিটিশনে হরিয়ানা রাজ্য কমিশনের দ্বারস্থ হয়। হরিয়ানার রাজ্য কমিশন টি পিটিশনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পায়নি এবং তা খারিজ করে দেয়।

আবার, উত্তরদাতা ২০১৫ সালের ৬১৪ নং রিভিশন পিটিশন হিসাবে সংশোধনের জন্য এন. সি. ডি. আর. সি-র কাছে যান। মজার বিষয় হল, এন. সি. ডি. আর. সি, তারিখের আদেশে, উত্তরদাতাদের যথাযথ ফোরামে যাওয়ার স্বাধীনতার সাথে প্রত্যাহার করা পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করে দেয়।

যাইহোক, এরপরে, উত্তরদাতারা এসএলপি (সি) নং. ২১০৮৫-৮৬/২০১৫ (পরে ২০১৬ সালের দেওয়ানি আপিল নং. ৬১০৮-৬১০৯-এ রূপান্তরিত) হিসাবে একটি বিশেষ অনুমতি পিটিশন দায়ের করে এই আদালতের দ্বারস্থ হন। এই আদালত ১১.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, আপিলটি মঞ্জুর করার সময়, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ারের অধীনে যোগ্যতার বিবেচনার জন্য বিষয়টি এনসিডিআরসি-তে ফেরত পাঠিয়েছে-

**মীনাক্ষী সাক্সেনা এবং অন্য বনাম ই. সি. জি. সি. লিমিটেড (পূর্বে ই সি জি সি আই লিমিটেড হিসাবে জানেন) এবং অন্য [এন. ভি. রমনা, বিচারপতি]৪২৭**

২০১২ সালের ১৭৯২ নং সংশোধনীর পিটিশনে জাতীয় কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত ২০১৫ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখের একটি আদেশে দুই পক্ষের বিদ্বান কৌঁসুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে জাতীয় কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে যদিও রাজ্য কমিশন তার আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগ করে যে আদেশ জারি করেছে তার বিরুদ্ধে কোনও আপিল গ্রহণযোগ্য নয়, তবে রাজ্য কমিশন তার আপিল বা পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করে যে কোনও আদেশ পাস করলে গ্রাহক সুরক্ষা আইনের ২১ (খ) এর অধীনে সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় কমিশনের সামনে চ্যালেঞ্জ জানানো যেতে পারে।

আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে আপিলকারী উপরে উল্লিখিত জাতীয় কমিশনের পূর্ণ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় কমিশনের পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার অবলম্বন করতে প্রস্তুত এবং সেই উদ্দেশ্যে বিষয়টি জাতীয় কমিশনে ফেরত পাঠানো যেতে পারে।

তদনুসারে আমরা এই আপিলগুলি অনুমোদন করি তবে কেবলমাত্র জাতীয় কমিশন কর্তৃক গৃহীত ২৪শে মার্চ, ২০১৫ তারিখের সেই আদেশ পর্যন্ত। খারিজ করে দিয়ে, আপিলকারীর দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনটি বাতিল হয়ে যাবে, ২০১৫ সালের ৬১৪ নং সংশোধন পিটিশন পুনরুদ্ধার করা হবে এবং জাতীয় কমিশনের পূর্ণ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের আলোকে আইন অনুসারে নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় কমিশনে ফেরত পাঠানো হবে, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩। রিমান্ডে এন. সি. ডি. আর. সি-র উপর, তারিখের আদেশে, যা আমাদের সামনে অভিযুক্ত করা হয়েছে, উত্তরদাতার পুনর্বিবেচনার অনুমতি দিয়েছে এই বলে যে চুক্তির ১৭ নং ধারাটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রূপান্তরের হার গণনা করার জন্য নিয়মের জন্য স্পষ্টভাবে বিধান করেছে-। উপরের বিষয়টি খালি পড়ে, এটা স্পষ্ট যে বীমা চুক্তি অনুসারে, বিপরীত পক্ষের বীমাকারীকে চালান করা বিদেশী মুদ্রার রূপান্তর হার অনুযায়ী বীমা দাবি প্রদান করতে হয়েছিল। যে বিষয়ে চালান জারি করা হয়েছিল সেই তারিখে মুম্বাইয়ে ব্যাঙ্কের সুদের হার অনুযায়ী ভারতীয় টাকায় মুদ্রা। অবিসংবাদিতভাবে, ৫০০ টাকা।

রায়ের ঋণগ্রহীতার দ্বারা প্রদত্ত ১১,২৩,৯০৬ গণনা করা হয়েছিল চালান মূল্যের চালানের সময় প্রযোজ্য রূপান্তর হার এবং  সুদের ভিত্তিতে।

ভোক্তা ফোরাম কর্তৃক প্রদত্ত। অতএব, এটি বলা যাবে না যে ডিক্রিটির অধীনে বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে আরও কোনও পরিমাণ বকেয়া রয়েছে। নীচের উভয় ফোরামই বীমা চুক্তির ১৭ নম্বর বর্ণিত শব্দটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে বিতর্কিত আদেশটি পাস করেছে। এইভাবে অর্ডারটি বস্তুগত অনিয়মের শিকার হয় এবং তা বজায় রাখা যায় না।

১৪. এন. সি. ডি. আর. সি-র আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী একটি বিশেষ ছুটির আবেদনের মাধ্যমে এই আদালতে আপিল করেছেন।

১৫. উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত পরামর্শ শুনেছেন এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

১৬. এই মামলার গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটি ডিক্রি কার্যকর করার কিছু দিক উল্লেখ করতে চাই। ১৯৮৬ সালের গ্রাহক সুরক্ষা আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায় পুরস্কার কার্যকর করার বিধান রয়েছে। এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক হবে যে 'কার্যকরকরণ' শব্দের অর্থ-'কার্যকরকরণ' শব্দটি তার বিস্তৃত অর্থে ন্যায়বিচার আদালতের রায় বা আদেশের প্রয়োগ বা কার্যকরকরণকে বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে, এর অর্থ হল কোনও সরকারি আধিকারিকের দ্বারা সেই রায় বা আদেশগুলি প্রয়োগ করা যা অগ্নিসংযোগ, দখল, বিতরণ, আটক, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি রিটের অধীনে কার্যকর করা হয়।

১৭. গ্রাহক সুরক্ষা আইনের সংশোধিত ধারা ২৫, যা ১৫.৩.২০০৩ থেকে কার্যকর, উল্লেখ করার মতো প্রাসঙ্গিক হতে পারে-"২৫. জেলা ফোরামের আদেশের প্রয়োগ. রাজ্য কমিশন বা জাতীয় কমিশন-) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মেনে চলা না হলে, জেলা ফোরাম বা রাজ্য কমিশন বা জাতীয় কমিশন, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিতে পারে, এই আদেশ মেনে না চলার জন্য।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে করা কোনও বাজেয়াপ্তকরণ তিন মাসের বেশি সময় ধরে কার্যকর থাকবে না, যার শেষে যদি অমান্য অব্যাহত থাকে, তবে সংযুক্ত সম্পত্তি বিক্রি হতে পারে এবং তার আয় থেকে জেলা ফোরাম বা রাজ্য কমিশন বা জাতীয় কমিশন অভিযোগকারীকে উপযুক্ত বলে মনে করে এমন ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারে এবং এর অধিকারী পক্ষকে অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, প্রদান করবে।

(৩) জেলা ফোরাম, রাজ্য কমিশন বা জাতীয় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোনও আদেশের অধীনে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও পরিমাণ বকেয়া থাকলে, সেই পরিমাণের অধিকারী ব্যক্তি জেলা ফোরাম, রাজ্য কমিশন বা জাতীয় কমিশনে আবেদন করতে পারেন এবং সেই জেলা ফোরাম বা রাজ্য কমিশন বা জাতীয় কমিশন জেলার কালেক্টরকে (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) উক্ত পরিমাণের জন্য একটি শংসাপত্র জারি করতে পারে এবং কালেক্টর ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে একই পদ্ধতিতে পরিমাণ আদায় করতে অগ্রসর হবেন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮. নির্বাহ  কার্যকর করার পুরো উদ্দেশ্য হল আদালতের রায় কার্যকর করা। ডিক্রি কার্যকর করার সময় আদালতকে কেবল তার অংশের কার্যকরকরণের সাথে সম্পর্কিত করা হয় তবে অন্য কিছু নয়। আদালতকে রায়টি তার মুখ মূল্যে নিতে হয়। এটি একটি নিষ্পত্তি আইন যে আদালত কার্যকর করা ডিক্রিটির বাইরে যেতে পারে না। তবে বস্তুগত দিকগুলি সম্পর্কে ডিক্রিটিতে অস্পষ্টতা দেখা দিলে অসুবিধা দেখা দেয়। তারপরে ডিক্রিটিকে সত্যিকারের প্রভাব দেওয়ার প্রক্রিয়াতে ডিক্রিটি ব্যাখ্যা করা আদালতের বাধ্যবাধকতা হয়ে ওঠে।

সেই মুহূর্তে কার্যকরকারী আদালতকে তার ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসাবে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে এটি একটি নতুন ডিক্রি আঁকতে পারে না। ডিক্রি কার্যকর করার প্রক্রিয়াতে এই এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় কার্যকরকারী আদালত উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখবে।

১৯। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, ১১৮৭৫.৭৫ ইউরোর ৯০ শতাংশ মূল্যের দায়বদ্ধতা এবং ২৪.৭.২০০২ থেকে ১২ শতাংশ হারে সুদের পরিমাণ চূড়ান্ত হয়েছে। কার্য সম্পাদনের কার্যধারায় আবেদনকারীর দায়ের করা গণনা মেমো অনুসারে, তিনি মোট ২৫,৭৬ টাকা, ৮৮৩.০০ ১ টাকা, মূল পরিমাণ ৭,৬১ টাকা, ১০৫.০০ গণনা করা হয়েছে ১৭.৪.২০১৩ প্রতি ইউরোর মূল্য ১১,৮৭৫.৭৫ ইউরোর ৯০ শতাংশ। আদালত দ্বারা আরও সুদ মঞ্জুর করা হয়েছে ২৪.৭.২০০২ থেকে ২৪.৪.২০১৩ থেকে ১৮,১২, পর্যন্ত।

২০। নিঃসন্দেহে,নির্বাহ  কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলাকালীন ১১ এর ৯০ শতাংশ মূল্য হিসাবে ৪,৮৬,৯৫৩ টাকা, ২৪.৪.২০০২ এর উপর ৮৭৫.৭৫ ইউরো এবং আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ৬,৩৩,৬৫৩ টাকা সুদ উত্তরদাতার দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। রাজ্য কমিশন এবং জেলা কমিশন উভয়ই এই আদেশের ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, একটি

/ইউরো রূপান্তর হার অর্থ প্রদানের তারিখ হিসাবে গণনা করতে হবে এবং তাই উত্তরদাতা সংস্থাকে অবশিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে। তবে এন. সি. ডি. আর. সি চুক্তির ১৭ নং ধারাটি ব্যাখ্যা করার সময় একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে রূপান্তর হারটি সেই বিষয় চালানের তারিখ অনুযায়ী হতে হবে যার জন্য চালান জারি করা হয়েছিল এবং

উত্তরদাতার দ্বারা প্রদত্ত একই গণনা ১s সহ সম্পূর্ণ পরিমাণ হিসাবে, এন. সি. ডি. আর. সি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে।

২১. ফোরামের উপরের ফলাফলের আলোকে, উত্থাপিত যুক্তির আলোকে, আমাদের পরীক্ষা করতে হবে যে গৃহীত ব্যাখ্যাটি ডিক্রিটিকে সত্যিকারের প্রভাব দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে নাকি তারা একটি নতুন ডিক্রি আঁকিয়ে ডিক্রি ছাড়িয়ে গেছে। আমরা লক্ষ্য করতে বাধ্য যে ২০০৬-এর দশকে যে আদেশটি পাস করা হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত মামলা মোকদ্দমার সাপেক্ষে, এই সহজ কারণে যে মুদ্রার রূপান্তর হারের গণনার তারিখ স্পষ্ট করার জন্য ফোরাম ন্যূনতম যত্ন নেয়নি।

একটি চুক্তিভিত্তিক বিষয়ে, যখন ডিক্রিটি ভারতীয় টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তরের গণনা তারিখ সম্পর্কে নীরব থাকে, তখন কার্যকরকারী আদালতকে কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা আর রেস্ ইন্টিগ্রা নয়, কারণ ফোরাসোল বনাম ওএনজিসি, ১৯৮৪ (সাপোর্ট) এসসিসি ২৬৩-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের বিশদভাবে মোকাবেলা করার সুযোগ রয়েছে, সেই মামলার ঘটনাগুলি জয়সলমের অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কাঠামোগত খনন চালানোর জন্য পিওএনজিসি এবং ফোরাসোলের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। চুক্তিটি বিদেশী মুদ্রায় আংশিক অর্থ প্রদান বাধ্যতামূলক করেছিল ১. অর্থাৎ, ফরাসি ফ্রাঙ্ক।

১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রচলিত যুদ্ধরত পরিস্থিতির কারণে চুক্তিটি স্থগিত করা হয়। এদিকে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে ফোরাসোল উচ্চতর রূপান্তর হার দাবি করে। যেহেতু বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি, তাই বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানো হয়। বর্তমানে, এটি উল্লেখ করা যথেষ্ট যে সালিসকারী/আম্পায়ারের পুরষ্কার দ্বারা এফএফ ১.০৩৩ এর বিনিময় হারের পরিবর্তে ১৫১৭.৮০ এর সমান এফএফ ১০০০ হারে রূপান্তর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এরপরে, ফোরাসোল ১৯৭৬ সালের এক্সিকিউশন নং ৭৭ হিসাবে রায় কার্যকর করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করে। ওএনজিসি এই যুক্তি দিয়ে উপরোক্ত কার্যকর করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল যে রায়ে নির্দিষ্ট হারটি তার উপর প্রদত্ত সুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং এটি নয়।

মূল চুক্তির পরিমাণকে প্রভাবিত করে। বিদ্বান একক বিচারক ওএনজিসি-র সমস্ত যুক্তি খারিজ করে দেন। ডিভিশন বেঞ্চে আপিলে, হাইকোর্ট ওএনজিসি-র যুক্তি গ্রহণ করে এবং তাই, ফোরাসোল এই আদালতে আবেদন করে। আদালতের সামনে প্রশ্নটি ছিল রূপান্তরের হারের জন্য সর্বোত্তম তারিখ বেছে নেওয়ার বিষয়ে-২৩ এর অধীনে প্রকাশ করা হয়েছিল। ফোরাসোলের আবেদনে যে প্রশ্নটি বিবেচনা করা বাকি রয়েছে তা হল আদালত কর্তৃক ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য নির্বাচিত তারিখ, যা উক্ত পুরস্কারের ফরাসি ফ্রাঙ্ক অংশ, যার ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তি বা উক্ত পুরস্কার দ্বারা কোনও বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়নি।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৪. এই আদালত এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, মুদ্রা রূপান্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ নির্ধারণ প্রথমে চুক্তির বিধান অনুযায়ী করা হবে এবং তারপরে, যদি এই ধরনের স্পষ্ট নির্ধারণ উপলব্ধ না হয়, তবে আদালতকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

২৫। আরও এই আদালত প্রাসঙ্গিক তারিখগুলি নির্বাচন করার জন্য আদালতের বিবেচনার বিষয়টি স্বীকার করে এবং সেগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্দেশ করে-২৪। বিদেশী মুদ্রায় প্রদেয় পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, পাঁচটি তারিখ আদালত কর্তৃক যোগ্য তারিখ হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণটি সেই দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে হবে যেখানে পদক্ষেপটি শুরু করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই তারিখগুলি হলঃ

(১) যে তারিখে অর্থের পরিমাণ বকেয়া এবং প্রদেয় হয়; (২) কাজ শুরু হওয়ার তারিখ;

(৩) ডিক্রিটির তারিখ;

(৪) যে তারিখে আদালত নির্বাহ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়; এবং (৫) যে তারিখে ডিক্রিটাল পরিমাণ ১s প্রদান বা আদায় করা হয়।

২৫। যে ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রায় প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক একটি ডিক্রি পাস করা হয়েছে, সেখানে ষষ্ঠ তারিখও প্রবেশ করে, প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ, রায়ের তারিখ।
:

আমাদের সামনে যা আদালত দ্বারা এই ধরনের একটি পুরস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ডিক্রি পাস করা হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৬. পরিশেষে এই আদালত একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত উপায়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে-৭০। এটি সুবিধাজনক হবে যদি আমরা এখন সেই অনুশীলনটি নির্ধারণ করি, যা আমাদের মতে, মামলাগুলিতে অনুসরণ করা উচিত যেখানে একটি বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ বাদী দ্বারা বৈধভাবে দাবি করা যেতে পারে এবং আদালত দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। যে মামলাগুলিতে এই ধরনের দাবি করা যেতে পারে এবং আদেশ দেওয়া যেতে পারে সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। উপরে আমাদের দ্বারা উল্লিখিত ইংরেজি সিদ্ধান্তগুলিতে সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নির্দেশিত হয়েছে।

যাইহোক, এই ধরনের ঘটনাগুলি কখনই ক্লান্ত হতে পারে না কারণ আইনটি স্থির থাকার সামর্থ্য রাখে না, তবে অবশ্যই ক্রমাগত বিকাশ ও অগ্রগতি করতে হবে কারণ যে সমাজে এটি প্রয়োগ করে তা তার বর্ণ পরিবর্তন করে এবং পুরানো মতাদর্শ ও ধারণাগুলি বাতিল হয়ে যায় এবং নতুন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে আমরা যে মামলাটি নিয়ে উদ্বিগ্ন তা এই বিভাগে পড়েছিল। এই জাতীয় মামলায়, বাদী, যিনি তার প্রাপ্য পরিমাণ বিদেশী মুদ্রায় পাননি, এবং তাই সেই পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতের সহায়তা চাইতে চান, তার জন্য দুটি কোর্স খোলা রয়েছে।

তিনি হয় ভারতীয় মুদ্রায় বা যে বৈদেশিক মুদ্রায় এটি প্রদেয় ছিল তাতে তাঁর প্রাপ্য পরিমাণ দাবি করতে পারেন। যদি তিনি প্রথম বিকল্পটি বেছে নেন, তবে তিনি কেবল সেই পরিমাণের জন্য ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য মামলা করতে পারেন এবং অভিযোগে তাঁর আবেদন শুধুমাত্র ভারতীয় মুদ্রায় হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, বাদীকে তার প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ভারতীয় টাকায় রূপান্তর করতে হবে।

তিনি সেই তারিখে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ প্রাপ্তির অধিকারী হওয়ার তারিখে প্রচলিত বিনিময় হারে অথবা তাঁর বিকল্পে, মামলা দায়েরের তারিখে প্রচলিত বিনিময় হারে তা করতে পারেন কারণ সেই তারিখেই তিনি তাঁর প্রাপ্য অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতের সহায়তা চাইবেন। উভয় ক্ষেত্রেই, আদালতের ফি এবং আদালতের এখতিয়ারের আর্থিক সীমার উদ্দেশ্যে মামলার মূল্যায়ন হবে মামলায় দাবি করা ভারতীয় মুদ্রার পরিমাণ।

যাইহোক, বাদী তার জন্য উন্মুক্ত দ্বিতীয় পথটি বেছে নিতে পারে এবং বিদেশী মুদ্রায় তার প্রাপ্য পরিমাণ দাবি করতে পারে। এই ধরনের মামলায়, যথাযথ প্রার্থনা

বাদী তার অভিযোগ দায়ের করার জন্য একটি ডিক্রি দেবে যে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৭৩-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাদী তাকে দাবি করা বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ প্রদান করবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অনুমতি না দিলে বা বিবাদী বিদেশী মুদ্রায় অর্থ প্রদান করতে না চাইলে, যদিও এই ধরনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বা বিবাদী বিদেশী মুদ্রায় বা ভারতীয় টাকায় অর্থ প্রদান না করলে, এই ধরনের অনুমতি ত্রুটিপূর্ণ হোক বা না হোক, বিবাদী বাদীকে উক্ত তারিখের প্রচলিত বিনিময় হারে দাবি করা বিদেশী মুদ্রার সমতুল্য টাকা প্রদান করে।

আদালত ফি এবং এখতিয়ারের উদ্দেশ্যে বাদীকে অবশ্য মামলা দায়েরের তারিখে বা নিকটতম বা প্রায় পূর্ববর্তী তারিখে প্রচলিত বিনিময় হারে তার দাবি করা বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করে তার দাবির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

তাঁকে অভিযোগপত্রে আরও একটি অঙ্গীকার দিতে হবে যে, রায়ের তারিখে প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রার সমতুল্য টাকা আদালতের ফি এবং এখতিয়ারের উদ্দেশ্যে বাদীপত্রে উল্লিখিত টাকার চেয়ে বেশি হলে তিনি আদালতের ফি-র ঘাটতি, যদি থাকে, তা মেটাবেন। এই ধরনের মামলার শুনানিতে ডিক্রি পাস করার আগে আদালত বাদীকে রায়ের তারিখে বা রায়ের তারিখের নিকটতম বা প্রায় পূর্ববর্তী তারিখে প্রচলিত বিনিময় হার প্রমাণ করার আহ্বান জানাবে।

প্রয়োজনে, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে রায় দেওয়ার পরে, আদালত বাকি রায় এবং ডিক্রি পাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এবং বাদীকে এই ধরনের বিনিময় হার প্রমাণ করতে সক্ষম করার জন্য বিষয়টি স্থগিত করতে পারে।

আদালত কর্তৃক গৃহীত ডিক্রিটি এমন হতে হবে যা বাদীকে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি সাপেক্ষে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ প্রদান করার নির্দেশ দেয় এবং যদি বৈদেশিক মুদ্রা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অনুমতি না দেয় বা বিবাদী বিদেশী মুদ্রায় অর্থ প্রদান করতে না চায়, যদিও এই ধরনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বা বিবাদী বিদেশী মুদ্রায় বা অর্থ প্রদান করতে চায় না।

ভারতীয় টাকা, এই ধরনের অনুমতি দেওয়া হোক বা না হোক, আদালতের সামনে প্রমাণিত বিনিময় হারে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত এই ধরনের বৈদেশিক মুদ্রার সমতুল্য। ডিক্রিটি আপিল বা অন্যান্য কার্যধারায় চ্যালেঞ্জ করা হলে এবং এই ধরনের আপিল বা অন্যান্য কার্যধারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদীর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, আপিল আদালত বা ডিক্রিটিকে চ্যালেঞ্জ করে অন্যান্য কার্যধারায় আবেদনের শুনানি করা আদালতকে তার আপিল ডিক্রি বা এই জাতীয় আবেদনের উপর তার আদেশের তারিখে বা এই জাতীয় ডিক্রি বা আদেশের তারিখের নিকটতম বা প্রায় পূর্ববর্তী তারিখে প্রচলিত বিনিময় হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল কোর্টের মতো একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যদি এই ধরনের বিনিময় হার ডিক্রিটির হারের থেকে আলাদা হয় যা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তবে আদালতকে তার আপিল ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশ দ্বারা বিনিময় হারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে, কার্যকরকরণ শুধুমাত্র ডিক্রি, আপিল ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশে নির্দিষ্ট টাকার সমতুল্য জারি করতে পারে। অবশ্যই, এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হবে না যদি বিচারাধীন আপিল বা বিবাদী কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য কার্যধারা ডিক্রি কার্যকর করা হয়েছে বা বাদী দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ।

২৭. মুদ্রা রূপান্তরের প্রাসঙ্গিক তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতের আলোকে, চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে একই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আদালত কর্তৃক গৃহীত প্রথম পদ্ধতি, ১ যদি চুক্তিতে এই জাতীয় ধারা উপলব্ধ না থাকে তবে আদালতকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করতে হবে, তারপরে এই আদালত এগিয়ে গিয়ে গৃহীত পদ্ধতি নিয়ে কাজ করবে। তবে বর্তমান তথ্যে যে ১s প্রয়োগ করা প্রাসঙ্গিক নয় কারণ চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে ; ধারা ১৭ যা সুদের হারের সাথে সম্পর্কিত।

ধারাটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট চালানের তারিখে মুম্বাইয়ে ব্যাঙ্কের বিনিময় মূল্যে মুদ্রাকে টাকাতে রূপান্তরিত করা উচিত। প্রাসঙ্গিক আদেশটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরও জানা যায় যে, জেলা ফোরাম ২৪.৭.২০০২-এর পরিমাণের উপর সুদ মঞ্জুর করেছে, যার অর্থ এই যে, জেলা ফোরাম যদিও চুক্তির ১৭ ধারা সম্পর্কে উল্লেখ করেনি, কিন্তু একই ধারা বিবেচনা করে সেই দিন থেকে সুদ দিয়েছে। জেলা ফোরাম এবং রাজ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী এবং একটি নতুন ডিক্রি আঁকার সমতুল্য যা অনুমোদিত নয়।

২৮. আমরা আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির এই যুক্তির সাথে একমত হতে অক্ষম যে এন. সি. ডি. আর. সি ডিক্রি অতিক্রম করেছে এবং এন. সি. ডি. আর. সি-র ১৭ নং ধারায় যাওয়া উচিত ছিল না, তাই তা বাতিল। এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতের কাছে উপলব্ধ একমাত্র প্রতিকার হল হয় চুক্তির শর্তাবলী দেখার জন্য অথবা তার অনুপস্থিতিতে উপরোক্ত রায়ে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য। এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা গৃহীত আদেশটি কঠোরভাবে নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থান অনুসারে এবং আমরা আদেশের সাথে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাই না।

২৯. উপসংহারে, এখানে আপিলকারীর পরামর্শ অনুযায়ী একটি পিস মিল পদ্ধতি গ্রহণ না করে সামগ্রিকভাবে রায়টি পড়ে, ডিক্রিটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যা একটি নতুন ডিক্রি প্রতিস্থাপনের সমান হতে পারে যা আইনের অধীনে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, এটি স্পষ্ট যে বীমা চুক্তি অনুসারে, বিমাকারী বীমাকারীকে ভারতীয় টাকায় চালান করা বিদেশী মুদ্রার রূপান্তর হার অনুসারে বীমা দাবিটি প্রদান করতে হয়েছিল, যে বিষয়ে চালানটি জারি করা হয়েছিল সেই তারিখে মুম্বাইতে ব্যাংক কেনার সুদের হার অনুসারে। আমাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যে উত্তরদাতা-বিচারক ঋণগ্রহীতা ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করেছেন।

১১,২৩,৯০৬-নিষ্পত্তির কার্যধারা মুলতুবি থাকাকালীন আবেদনকারীকে। উপরোক্ত অর্থ প্রদান চালান মূল্য প্রেরণের সময় প্রযোজ্য রূপান্তর হার এবং গ্রাহক ফোরাম কর্তৃক প্রদত্ত সুদের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছিল। একই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতা আদেশের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত পরিমাণ শর্তাবলী প্রদান করে ফোরামের আদেশ মেনে চলেছেন।

৩০ অতএব, আমরা এন. সি. ডি. আর. সি-র আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না যা

এর সঠিক নীতির উপর ভিত্তি করে, এই আপিল খারিজ করা হয়।

কল্পনা কে ত্রিপাঠির আপিল খারিজ।

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।